যুগান্তর

JUL 10 2002

আনোয়ারায় স্কুলের জমি দখল করে অবৈধ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে

জামসেদ রেহমান চৌধুরী, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

মসজিদ নির্মাণের নামে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পশ্চিম বারখাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ভবন নির্মাণ করছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সচিবালয় অবৈধ দখলদারদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের নির্দেশ দিলেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নির্বিকার থাকায় নির্মাণ কাজ কিছুদিন বন্ধ রাখার পর প্রভাবশালী মহলটি এখন আবার অবৈধ ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যালয়ের জায়গা দখল করে অবৈধ ভবন নির্মাণের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায়, ১৯২৯ সালে ৩৫ শতক জায়গা নিয়ে আনোয়ারা থানার ৬ নং বারখাইন ইউনিয়নের ৪৪ নং পশ্চিম বারখাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সাতজন শিক্ষানুরাগী তাদের পৈতৃক সম্পত্তি থেকে এই ৩৫ শতক জায়গা স্কুলের নামে লিখে দেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রথমে কাঁচা এবং পরে আধাপাকা ভবনে স্কুলের কার্যক্রম চলে আসছিল। এর মধ্যে সংলগ্ন এলাকায় ঝি-বা-শি উচ্চ বিদ্যালয় নামে আরও একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বারখাইন স্কুলের ৩৫ শতক জমির ওপর সম্পূর্ণরূপে স্কুলঘর ও খেলার মাঠ তৈরি করা হয়। '৯১-এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যালয়ের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় সরকার অনুমোদিত দাতা সংস্থার অর্থ সহায়তায় বিদ্যালয় চত্বর থেকে মাত্র ২৫ গজ দূরে চার তলাবিশিষ্ট সাইক্লোন শেল্টার ভবন তৈরি করা হয়। এই শেল্টারটি মসজিদের পাশাপাশি শিক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই সম্পত্তির ওপর নজর পড়ায় স্থানীয় প্রভাবশালী একটি মহল বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর খেলার মাঠে মসজিদ নির্মাণের নামে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও ওই মহলটি জোরপূর্বক অবৈধ ভবন নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখে। পরে কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে আবেদন জানালে প্রশাসন আনোয়ারা থানার ওসিকে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ওসি এ ব্যাপারে কর্ণপাত করেননি বলে জানা গেছে। পশ্চিম বারখাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুর রহমান চৌধুরী গত ১৫ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে পাঠানো এক অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন, ১৯২৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের নিজস্ব ও ভোগদখলীয় জায়গা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দাবি করেনি। ১৯৯৯ সালের শুরুতে স্থানীয় জনৈক আবুল বশর (পিতা মৃত হাজী আবদুল করিম) গং অবৈধভাবে ভবন নির্মাণের চেষ্টা চালায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করলে কর্তৃপক্ষ অবৈধ ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি আবার অবৈধ ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ওই স্থানে পূর্বে নির্মাণকৃত প্রাথমিক ফাউন্ডেশনে মাটি ভরাট করার কাজ শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, '৯৯ সালের ১০ আগস্ট বাংলাদেশ সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত পত্রের (স্মারক নং-প্রাগবি/প্রশা-৪/৫ দখল (ঢাবা)-২/৯৮/৪৮৩) নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন এখনই কার্যকর ব্যবস্থা নিলে দখল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকত না। এদিকে মাত্র ২৫ গজের ব্যবধানে আরেকটি মসজিদ নির্মাণের নামে অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে ভবন পুনঃনির্মাণের ঘটনায় এলাকাবাসীও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

চট্টগ্রাম : বারখাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সরকারি জমি দখল করে অবৈধ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে –যুগান্তর